[illegible] ’[illegible]

[illegible] ’[illegible] (LL.M) [illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]

গতকাল সোমবার বামন্দী গ্রামে অবস্থিত জনতা ব্যাংক লিমিটেড বামন্দী শাখায় কেক কেটে ও আলোচনা সভার মাধ্যমে এই প্রাপ্তি উদ্যাপন করেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম আবুল কালাম আজাদ, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোঃ মফিজুর রহমান, এজিএম মোঃ আশরাফুজ্জামান, বামন্দী জনতা ব্যাংক লিমিটেডের শাখা ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেনসহ ব্যাংকের অন্যান্য সদস্য এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

জিএম আবুল কালাম আজাদ বলেন, বামন্দী একটি ইউনিয়ন পর্যায়ের গ্রাম, তবে এখানকার ব্যাংকের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শহরের যে কোনো ব্রাঞ্চের চেয়ে এগিয়ে।

আজ আমরা কেক কাটার মাধ্যমে এই ব্যাংকটির গ্রাহক আমানতের টাকার পরিমাণ শত কোটি টাকার ঘরে পৌঁছানো উপলক্ষে কেক কাটার মাধ্যমে উদ্যাপন করলাম।

আর এই ব্যাংকটির গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজারের ঘরে।

এ থেকে প্রমাণ হয় যে এই ব্রাঞ্চটি মানুষের মনের ঘরে জায়গা করে নিয়েছে। আমি বলব এই অর্জন আপনাদের, অর্থাৎ গ্রাহকদের।

আপনাদের ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতাই আজকের এই অর্জন সম্ভব করেছে। আমি বাংলাদেশ জনতা ব্যাংক লিমিটেড ও এই শাখাটির সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

ব্যাংক ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেন বলেন, ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বামন্দী জনতা ব্যাংক বামন্দী শাখার পথচলা শুরু। আজ এসে সেই শাখাটির পরিবারের সদস্য বা গ্রাহক সংখ্যা ৫০ হাজারের ঘরে পৌঁছেছে। আর গ্রাহকের আমানতের টাকার পরিমাণ শত কোটির ঘরে। এই অর্জন শুধু বামন্দীর নয়, এই অর্জন বাংলাদেশ জনতা ব্যাংক লিমিটেডের। আমরা স্বগৌরবে বলতে পারছি, পল্লীর একটি ব্যাংকে গ্রাহক সংখ্যা ৫০ হাজার এবং আমানত শত কোটি টাকা।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় ২ আসামির কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় মোঃ আলফাজকে ১ বছর ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং একই মামলার অপর পলাতক আসামি মোঃ ইমরানকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ সোমবার (২৮ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী থানার এসআই মোঃ মোস্তফা শওকত জামান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, কাজিপুর ইউনিয়নের আলমবাজার বাগানপাড়ার মোঃ রিফাজের বাড়িতে দুই ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে।

পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানকে হাতেনাতে আটক করে। তাদের দেহ তল্লাশিতে আলফাজের কোমর থেকে ৫ পুরিয়া হেরোইন এবং ইমরানের কোমর থেকেও ৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভসংঘের

উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

“শুভ কাজে সবার পাশে” এই স্লোগানকে ধারণ করে মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে ১০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার (২৮ জুলাই) সকালে এস এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে এই শিক্ষা উপকরণ তুলে দেন সংগঠনটির সদস্যরা।

বসুন্ধরা শুভসংঘের শিক্ষা উপকরণ পেয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে খাতা, কলম, হার্ডবোর্ড, স্কেল, ফাইল ও জ্যামিতি বক্স তুলে দেওয়া হয়েছে।

কলেজ শিক্ষক ও বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি এস. এম. রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন এস. এম. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ, বসুন্ধরা শুভসংঘ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরুণ সংগঠক মো. নাফিউল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. অনিক হাসান, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান, নির্বাহী সদস্য হ্যাপি, লামিয়া, মোমিনুর রহমান, মোনিব প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে এস. এম. রফিকুল আলম বকুল বলেন, “শুভ কাজে সবার পাশে” এটা শুধু স্লোগান নয়, বসুন্ধরা শুভসংঘ সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে সবসময় থাকবে।

তিনি বলেন, এ ধরনের উদ্যোগের ফলে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় আরও উৎসাহিত হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ভালো লেখাপড়া ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে তোমরা নিজেকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। তোমরা দেশের ভবিষ্যৎ। তোমাদেরকে সমাজ ও দেশের প্রয়োজনে যোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

শিক্ষা উপকরণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, খুব ভালো লাগছে, খুশি হয়েছি, আমি ভালো করে লেখাপড়া করব।

চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সুচী বলেন, আজকের শিক্ষাসামগ্রী পেয়ে খুব আনন্দ লাগছে।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ বসুন্ধরা শুভসংঘের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এর আওতায় আনার আহ্বান জানান। তিনি সমাজের কম সুবিধাপ্রাপ্ত ও গরিব কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের আরও বেশি উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে ইজিবাইক চালক জামাল হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের ইজিবাইক চালক জামাল হোসেন হত্যা মামলার একমাত্র আসামি বাচ্চু মিয়াকে মৃত্যুদণ্ড (ফাঁসি) দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ এস এম নাসিম রেজা এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত বাচ্চু মিয়া সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন শেখপাড়া এলাকার একটি লিচু বাগান থেকে জামাল হোসেনের (৫৪) মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি পেশায় একজন ইজিবাইক চালক ছিলেন। ঘটনার পরদিন নিহতের ছোট ভাই আলমগীর হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাত আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় হত্যা মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ শোলমারী গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে বাচ্চু মিয়াকে একমাত্র আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা (পরিদর্শক) মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ। মামলার অভিযোগত্র, দীর্ঘ সাক্ষ্যগ্রহণ ও শুনানি শেষে আদালত আসামি বাচ্চু মিয়াকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) সাইদুর রাজ্জাক এবং আসামি পক্ষে এহান উদ্দিন মনা আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

আদেশ ঘোষণার পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সাইদুর রাজ্জাক বলেন,

“আদালতের এই রায়ে আমরা সন্তুষ্ট। জামাল হত্যার বিচার পেয়ে তার পরিবার স্বস্তি পাবে বলে আশা করছি।”

অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা বলেন, “আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করব।”

রায় ঘোষণার সময় আসামি বাচ্চু মিয়া আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে পুলিশি পাহারায় তাকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

মেহেরপুরের আলোচিত ছুরিকাঘাত মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের আলোচিত ছুরিকাঘাত মামলার প্রধান আসামি মিয়ারুল ইসলামকে (২৪) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, গত ২৩ জুলাই রাত আনুমানিক ১১টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের প্রধান গেটসংলগ্ন সড়কে পারিবারিক পূর্ব শত্রুতার জেরে মিয়ারুল ইসলাম ভিকটিম হাসিবুর রহমান সাগরকে লক্ষ্য করে গলায়, বুকে ও হাতে ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। এতে ভিকটিম রক্তাক্ত জখম হয়ে গুরুতর আহত হন।

ঘটনার তিন দিন পর, গত ২৬ জুলাই সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার প্রেক্ষিতে ২৭ জুলাই মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ প্রধান আসামি মিয়ারুল ইসলামকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করে।

এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তদন্ত করে দ্রুতই অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (২৮ জুলাই) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আশাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোসা. খাদিজা আকতার, সরকারি শিশু পরিবারের (বালক) তত্ত্বাবধায়ক মো. তৌফিকুল রহমান, সমাজসেবা শহর কার্যালয়ের কর্মকর্তা মো. সোহেল মাহমুদ, কম্পিউটার অপারেটর মো. সজীব রহমান, প্রশিক্ষক এস. এম. রাসেল প্রমুখ।

মেহেরপুরে পৌর পানি নিষ্কাশনের ড্রেনে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা আবর্জনা পায়নি

২১ বছর আগে নির্মিত মেহেরপুর জেলা শহরের কাথুলী সড়কে পৌরসভার ২১ বছর আগে নির্মিত ড্রেণে পৌরবাসীর অভিযোগে আবর্জনা তুলতে গিয়ে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা কোন আবর্জনা পায়নি। ২১ বছর আগে নির্মিত পানি

নিষ্কাশন ড্রেনটি এপর্যন্ত পরিষ্কার করা হয়নি।

৭ ফিট গভিরতার ড্রেণটি ৫ফিট মাটিতে ভরাট হয়ে গেছে। একটু বৃষ্টি হলেই আবাসিক পানি নিষ্কাশন ড্রেণ হয়ে বাসাবাড়িতে চলে যাচ্ছে ড্রেণের ময়লা পানি। পচা ও দূর্গন্ধযুক্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়ছে রোগ জীবানু। পৌর প্রশাসককে অভিযোগ করলে রোববার পরিচ্ছন্ন কর্মীরা ভরাট উত্তোলন করতে গিয়ে কোন আবর্জনা না পেয়ে ফিরে আসে।

মেহেরপুর শহর ও আশপাশের এলাকায় অপরিকল্পিত ও নাজুক ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে দূর্ভোগের কবলে পৌরবাসী দির্ঘদিন ধরে। কোন কোন ড্রেণ প্রায় দুই যুগ পরিষ্কার করা হয়নি। ভরাট হয়ে গেছে সেসব ড্রেণ। আবাসিক পানি নিষ্কাশনের সংযোগ ওইসব ড্রেণে। ড্রেণগুলো ভরাট হবার কারণে বৃষ্টি হলেই ড্রেণের নোংরা পানি বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। রাস্তা-ঘাটও ড্রেণের নোংরা পনিতে সয়লাব হওয়াতে পথচারীদের বিপাকে পড়তে হচ্ছে। যানবাহন চলাচলেও সৃষ্টি হচ্ছে চরম দুর্ভোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে সমস্যাটি চলমান থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যকর কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। অপরিকল্পিত ড্রেন ও যুগ যুগ ধরে ড্রেণ পরিষ্কার না করায় বৃষ্টির সময় ড্রেণের পানি আবাসিক বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ওই ড্রেণের নোংরা পানি উঠে এসে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে, যা পথচারীদের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল হাকিম বলেন, “বৃষ্টি হলেই ঘর থেকে বের হতে ভয় লাগে। রাস্তার ওপর পানি ড্রেনের নৌংরা পানির দুর্গন্ধ।” আরেকজন ব্যবসায়ী জানান, “ ড্রেণ ভরাট হয়ে যাবার কারণে ড্রেণের পানি উপচে দোকানের সামনে জমে থাকে, ক্রেতা আসতেই চায় না। ব্যবসা মার খাচ্ছে।”

কাথুলী সড়কের মফিজুর রহমান অভিযোগ করেন। তাদের বাড়ির সামনের ২শ মিটার ড্রেণ ২১ বছর আগে নির্মিত হয়েছে। এপর্যন্ত একদিনের জন্যও পরিষ্কার করা হয়নি। ড্রেণটি এখন মশার প্রজনন কেন্দ্র হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা এই সমস্যার মূল কারণ। মেহেরপুর শহরের অনেক এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণের সময় কোনো ধরনের পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়নি। আবার পুরোনো ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ায় ময়লা-আবর্জনায় আটকে থাকে, ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই ড্রেন উপচে পড়ে। তাছাড়া পানি নিষ্কাশন ড্রেণ নির্মাণের

আগে ড্রেণের লেবেল নক্সা প্রণয়ন করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে অপরিকল্পিতভাবে ড্রেণগুলো নির্মিত হয়েছে। ফলে ড্রেণে পানি আটকে থাকে। পৌর প্রকৌশলী বলছেন- ড্রেণ সংস্কারের পরিকল্পনা আছে।

এদিকে, সাধারণ মানুষ বলছেন, এমন আশ্বাস তাঁরা আগেও বহুবার শুনেছেন, কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। “শুধু পরিকল্পনা করে তো হবে না, বাস্তবায়ন দরকার। না হলে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি নেই,” বললেন ক্যাশব পাড়ার বাসিন্দা সালমা আক্তার। একই পাড়ার ইসমাইল হোসেন জানান, তাদের পাড়ার ড্রেণটি নির্মাণের একবছরের মধ্যে ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে ড্রেণটি কোন উপকারে আসেনি। সরেজমিনে দেখা যায়, পৌর এলাকায় বিভিন্ন সড়কে কোন উপকারে না আসা পানি নিষ্কাশন ড্রেণ অন্তত ২০ কিলোমিটার।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তুললেই কেবল এই সমস্যা থেকে মুক্তি সম্ভব। পাশাপাশি পৌরবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার, এবং আবর্জনা ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি।

মেহেরপুর পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, “পৌর এলাকায় বিভিন্ন সময় নির্মিত ৪৩ কিলোমিটার ড্রেণ আছে। আমরা ড্রেন সংস্কারের পরিকল্পনা করছি। তবে বাজেট সীমিত হওয়ায় সব এলাকায় একসঙ্গে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।” তিনি আরও জানান, জনগণের সচেতনতা এবং আবর্জনা ড্রেনে না ফেলার প্রবণতা বাড়ানো গেলে কিছুটা উপকার হতে পারে। পৌরসভার প্রশাসকের দায়ীত্বে থাকা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম জানান- পৌর পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আচরণ ভালো না। তিনি কাথুলী সড়কের ড্রেনটি পরিষ্কার করার জন্য কনজার্ভেটিভ ইন্সপেক্টর জহিরুল ইসলামকে জোর নির্দেশ দেন। রোববার পরিচ্ছন্ন কর্মীরা এসে ২২ ফিট পর পর একঝুড়ি করে আবর্জনা তুলে ফিরে যায়।

মুজিবনগর বিএনপি’র নির্বাচন

বিষয়ক আলোচনা সভা

আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত ৯ টায় মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে রামনগর মোড মোল্লা মার্কেটে অবস্হিত উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বর্তমান জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেনপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি এবং ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাসুদ অরুণ।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, মুজিবনগর মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি আরমান আলী, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি আজিম উদ্দিন গাজী, মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি রমজান আলীসহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীবৃন্দ।

মুজিবনগরে উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল থেকে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মুজিবনগর সমৃদ্ধি শাখার উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগরের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়

প্রবীণ জনগোষ্ঠী, উন্নয়নে যুব সমাজ কর্মসূচির আওতায় যুব সমাজ, কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় কিশোর কিশোরী, এছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন স্টলের মাধ্যমে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে প্রতিটা ইভেন্ট হতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এছাড়া সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আমজাদ হোসেন, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সোহেল রানাকে বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয় ।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পরিচালক কামরুল আলম এর সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান উপজেলা শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে সমৃদ্ধি কর্মসূচির পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী
হাসানুজ্জামান, সহকারি উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী, রহিম আক্তার। সভাপতি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।